দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... ...৪.২.৮৬...
পৃষ্ঠা... ... .কলাম..২

120

বাংলা ভাষা কমিটির সুপারিশ হিমাগারে

॥ চপল বাশার ॥

'বাংলা ভাষা কমিটি'র ৩২ দফা সুপারিশে প্রস্তাব করা হয়েছিল, "জাতীয় জীবনের সমস্ত পর্যায়ে সরকারী অনুশাসনের মাধ্যমে বাংলা ব্যবহার বাধ্যতামূলক করতে হবে।"

বাংলা ভাষার ব্যাপক ব্যবহারের লক্ষ্য নিয়ে এই ভাষা কমিটি ছিল সরকারী উদ্যোগে প্রথম কমিটি। এটি গঠিত হয়েছিল ১৯৮২ সালের ২০শে ডিসেম্বর এবং সরকারের কাছে রিপোর্ট পেশ করে ১৯৮৩ সালের ১৫ই মে।

সর্বসাধারণের অবগতির জন্য এই প্রতিবেদনে বেতার, টেলিভিশন ও সংবাদপত্রের মাধ্যমে প্রচার এবং কমিটির প্রস্তাব বাস্তবায়নের জন্য বাংলা ভাষা উপদেষ্টা কমিটি গঠনের সুপারিশও করা হয়েছিল। কিন্তু এর কিছুই আজ পর্যন্ত হয়নি।

সংশ্লিষ্ট বিশ্বস্তসূত্রে জানা যায়, কমিটির প্রতিবেদন অনুমোদনের জন্য ১৯৮৩ সালেই মন্ত্রী পরিষদে পাঠানো হয়েছিল। এরপর থেকেই এ বিষয়ে সরকার একেবারে নিশ্চুপ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানকে আহ্বায়ক করে সরকার চার সদস্যের বাংলা ভাষা কমিটি গঠন করেছিলেন। কমিটিতে সদস্য ছিলেন ক্রীড়া ও সংস্কৃতি বিভাগের সংস্কৃতি উপদেষ্টা ডঃ আলাউদ্দিন আল আজাদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রফেসর ডঃ রফিকুল ইসলাম, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের বাংলা বিভাগের প্রফেসর মমতাজউদ্দিন আহমদ (সদস্য সচিব)। পরে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব ডঃ আবদুল্লাহ আল-মুতী শরফু-

(২য় পাতায় দেখুন)

সংবাদ :

বাংলা ভাষা কমিটির সুপারিশ

(১ পাতার পর)

দ্দীনকেও কমিটিতে নেয়া হয়।

উদ্দেশ্য ও কার্যসূচী

সরকারী বিজ্ঞপ্তি অনুসারে ভাষা কমিটির উদ্দেশ্য ও কার্যসূচী ছিল, ভাষা হিসাবে বর্তমানে বাংলা ভাষা শিক্ষাদানের পদ্ধতি পরীক্ষণ; শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে বাংলা ভাষার উন্নয়ন, এ সংক্রান্ত সুপারিশ প্রণয়ন; বিদেশী ভাষা হিসাবে বাংলা ভাষা শিক্ষাদান, বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা ও সুপারিশ প্রণয়ন।

ভাষা কমিটি মোট ২০টি সভায় মিলিত হয়ে একটি চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন করে। প্রতিবেদনে ৩২টি সুপারিশ রয়েছে। সুপারিশমালায় বাংলা ভাষা শিক্ষা ও শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলার উন্নয়ন ছাড়াও সর্বস্তরে বাংলা ভাষা চালু সম্পর্কিত বক্তব্য ও প্রস্তাব রয়েছে।

স্বাধীন বিকাশ নির্ভরশীল

ভাষা কমিটির প্রতিবেদনের উপসংহারে বলা হয়েছে, "বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা বাংলা। বাংলা ভাষাকে এই মর্যাদায় প্রতিষ্ঠার পটভূমিতে রয়েছে ১৯৫২ সালের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন থেকে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত বিস্তৃত জাতীয় ইতিহাস। সমকালীন ইতিহাসে বাংলাদেশই সম্ভবতঃ একমাত্র দেশ যার স্বাধীনতা-যুদ্ধের প্রেরণামূলে রয়েছে ভাষা আন্দোলনের মহান ঐতিহ্য। বাংলাদেশের সংগ্রামী জনসাধারণের চেতনায় মিশে আছে বাংলা ভাষার জন্য অনুরাগ ও আবেগ। এই অনুরাগ ও আবেগকে কোন অবস্থাতেই ছোট করে দেখা সমীচীন নয়। সেই সঙ্গে বাংলা ভাষার প্রতি এই অনুরাগ ও আবেগকে জাতীয় সংহতির ও স্বাধীনতার দৃঢ় ভিত্তি হিসেবে গড়ে তোলার সুস্পষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজন রয়েছে।

"বাংলা ভাষা বাংলাদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ ও শক্তি। এই সম্পদ ও শক্তির লালন ও উন্নয়নের উপর বাংলাদেশের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নাগরিকদের যথার্থ স্বাধীন বিকাশ নির্ভরশীল। তাই শিক্ষার মাধ্যম, পরীক্ষার মাধ্যম, চাকরির মাধ্যম, এক কথায় বাংলাদেশের সর্ব পর্যায়ের জীবন যাপনের অবিকল্প মাধ্যম হিসেবে বাংলা ভাষাকে সকল দ্বন্দ্বমুক্ত সাবিক আন্তরিকতার সঙ্গে এবং সর্বোপরি আইনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করতে হবে।"

দৈনিক সংবাদ

সুপারিশমালা

বাংলা ভাষা কমিটির প্রতিবেদনে ৩২ দফা প্রস্তাব সংবলিত সুপারিশমালার পূর্ণ বিবরণ নীচে দেয়া হলো :

১) জাতীয় জীবনের সমস্ত পর্যায়ে সরকারী অনুশাসনের মাধ্যমে বাংলা ব্যবহার বাধ্যতামূলক করতে হবে।

২) প্রশাসনে বাংলা ব্যবহারের অনিশ্চয়তা দূর করে বাংলা মুদ্রাক্ষরিক ও সাঁটলিপির জন্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে।

৩) মুনীর অপটিমা মুদ্রাক্ষরযন্ত্র বাংলাদেশে উৎপাদনের ব্যবস্থা করতে হবে।

৪) বাণিজ্য ও সেক্রেটারিয়েল শিক্ষায় বাংলা ব্যবহারের দক্ষতা বৃদ্ধির পরিপূরক হিসেবে বাংলাদেশের সকল শিল্প, বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানে আভ্যন্তরীণ কাজে বাংলা ব্যবহার এবং সব প্রতিষ্ঠানের আয়কর রিটার্ন ও অডিট রিপোর্ট বাংলায় উপস্থাপন বাধ্যতামূলক করতে হবে।

৫) জাতীয় স্বার্থে বাংলাদেশে কার্যরত দেশী ও বিদেশী সকল ব্যাংক ও বীমা প্রতিষ্ঠানে বাংলা ব্যবহার বাধ্যতামূলক করতে হবে।

৬) বাংলাদেশে বহাল সকল পুরাতন আইন বাংলা অনুবাদ করে প্রমিতকরণ করতে হবে। সকল নতুন আইন বাংলায় প্রবর্তিত হবে। এ বিষয়ে আইন মন্ত্রণালয়কে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।

(৭) বাংলাদেশে সর্বস্তরে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলা ভাষা অবিকল্পভাবে ব্যবহৃত হবে।

(৮) প্রাথমিক স্তরের বাংলা গ্রন্থসমূহের ভাষা শিক্ষার ক্রমোচ্চমান এবং একই শ্রেণীর বিভিন্ন বিষয়ের গ্রন্থে ব্যবহৃত বাংলা ভাষার সমমান সুনিশ্চিত করতে হবে।

(৯) প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তকে ব্যবহৃত ও ব্যবহার উপযোগী বাংলা শব্দাবলী দিয়ে 'সচিত্র শিশু-কিশোর বাংলা অভিধান' প্রণয়ন করা দরকার। টেক্সট বুক বোর্ড এই দায়িত্ব পালন করবে।

(১০) মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তকে বিষয়গত ও ভাষাগত ক্রমোচ্চমান এবং একই শ্রেণীর গ্রন্থে বাংলা ভাষার সমমান সুনিশ্চিত করা প্রয়োজন।

(১১) উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের জন্য জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন কমিটির সুপারিশকৃত গ্রন্থসমূহ রচনা ও মাননিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা টেক্সট বুক বোর্ডকেই দেয়া প্রয়োজন। প্রস্তাবিত সমন্বিত জাতীয় শিক্ষাক্রম উন্নয়ন কেন্দ্র ও টেক্সট বুক বোর্ডের চার্টারে এ ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত হওয়া আবশ্যক।

(১২) স্নাতক, স্নাতক সম্মান ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের জন্য বাংলা মাধ্যমে পঠন পাঠনের সুযোগ সুশৃঙ্খলভাবে সংগঠিত করার লক্ষ্যে মূলগ্রন্থ রচনার সংগে সংগে সকল বিষয়ে অনুসৃত পাঠ্যসূচীর অন্তর্গত বিদেশী ভাষার গ্রন্থসমূহের বাংলা অনুবাদের ব্যবস্থা করতে হবে। এজন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে ও সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতায় একটি 'উচ্চতর পাঠ্যপুস্তক ও অনুবাদ বোর্ড' প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

(১৩) শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলা ভাষা ব্যবহার উন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষক প্রশিক্ষণের বিষয়টিকে গুরুত্ব দিতে হবে। প্রাথমিক থেকে উচ্চতর পর্যায় পর্যন্ত সকল বিষয়ের শিক্ষকের বাংলা উচ্চারণ ও চলিত বাংলা ব্যবহারের দক্ষতা মানের বর্তমান অবস্থা জরিপ করা প্রয়োজন। বাংলাদেশ শিক্ষা-তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর সহায়তায় জাতীয় শিক্ষাক্রম উন্নয়ন কেন্দ্র এই জরিপ পরিচালনা করবে।

(১৪) প্রাথমিক স্তরের প্রতিটি শ্রেণীতে বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষকের বাংলা ভাষা ব্যবহারের দক্ষতার মান ন্যূনতম পর্যায়ের হতে হবে।

(১৫) প্রাথমিক স্তরের শিক্ষকদের শুদ্ধ চলিত বাংলা উচ্চারণ সুনিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (পি, টি, আই)সমূহে সকল বিষয়ের শিক্ষকের জন্য বাংলা উচ্চারণের বাধ্যতামূলক কোর্স প্রবর্তন করতে হবে।

(১৬) প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটসমূহের কোর্স প্রবর্তনের সাফল্যের লক্ষ্যে প্রত্যেক ইনস্টিটিউটের অন্ততঃ একজন বাংলার শিক্ষককে তিন থেকে ছয় সপ্তাহের একটি স্বল্পমেয়াদী ব্যাপক ও সার্বক্ষণিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। জাতীয় শিক্ষা প্রশাসন সম্প্রসারণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটকে এই কোর্স পরিচালনার দায়িত্ব দেয়া

... কোর্স-এর জন্য টেপ রেকর্ড এক ব্যাণ্ডের বেতার সেট ব্যবহারের ব্যবস্থা করতে হবে।

(১৮) (ক) ইংরেজী ভাষা শ্রোতাদের জন্য বৃটিশ ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন যেমন নিয়মিত ইংরেজী ভাষা শুদ্ধ উচ্চারণ ও ব্যবহারের অনুষ্ঠান প্রচার করে থাকে, তেমনি সুপরিকল্পিতভাবে বাংলাদেশের বেতার ও টেলিভিশনে নিয়মিত শুদ্ধ বাংলা উচ্চারণ ও ব্যবহারের অনুষ্ঠান প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে।

(খ) 'ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব এডুকেশনাল মিডিয়া এ্যাণ্ড টেকনোলজি' এবং বেতার ও টেলিভিশন কর্তৃপক্ষ, বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় বাংলা উচ্চারণ ও বাংলা বিষয় সংক্রান্ত অনুষ্ঠান প্রস্তুত ও প্রচার করতে পারেন।

(১৯) মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকদেরও ভাষা সচেতনতা অর্থাৎ শুদ্ধ উচ্চারণ ও শুদ্ধভাবে চলিত বাংলা ভাষা ব্যবহারের দক্ষতা প্রয়োজনীয় মানের হতে হবে। এই লক্ষ্যে এ স্তরের শিক্ষকদের জন্য বাংলা উচ্চারণ ও ব্যবহারের বিশেষ কোর্স প্রস্তুত করতে হবে এবং বি, এড ও ডিপ্লোমা-ইন-এডুকেশনের সকল প্রশিক্ষণার্থীর জন্য তা বাধ্যতামূলক করতে হবে।

(২০) প্রতিটি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজে বাংলার প্রশিক্ষক ও অধ্যাপকদের মধ্যে অন্ততঃপক্ষে একজন উচ্চারণ বিশেষজ্ঞ থাকা প্রয়োজন।

(২১) জাতীয় শিক্ষা প্রশাসন সম্প্রসারণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (নিয়েমার)-এ উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকদের স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণের যে ব্যবস্থা বর্তমানে অনুসরণ করা হচ্ছে, তাকে সম্প্রসারিত করে দেশের সমস্ত উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের সকল বিষয়ের শিক্ষককে প্রশিক্ষণদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

(২২) বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে বাংলা পাঠ্যপুস্তকের অভাব দূরীকরণের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষকের ভাষা ব্যবহারের ত্রুটি সংশোধনের জন্য শিক্ষককে প্রয়োজনীয় সহায়তা দান করতে হবে। এবং এ উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিশেষ স্বল্পকালীন সংশোধন কোর্সের ব্যবস্থা করতে পারেন।

(২৩) দেশে বা বিদেশে বাংলাদেশের নাগরিক বিদেশী ভাষায় অভিসন্দর্ভ (থিসিস) রচনা করলে তার একটি বাংলা সংস্করণ অথবা তার সংক্ষিপ্তরূপ অবশ্য প্রণয়ন করার ব্যবস্থা প্রচলন করতে হবে।

(২৪) সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ, বাংলা একাডেমী এবং ভাষা প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের উপভাষা জরিপের ব্যবস্থা করা দরকার। বাংলাদেশের উপজাতীয় সমাজের ভাষাসমূহ এই জরিপের অন্তর্ভুক্ত হতে হবে। উপজাতীয় ভাষা জরিপের ক্ষেত্রে উপজাতি একাডেমীর সহযোগিতা থাকবে।

(২৫) শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলা ভাষার উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশের ব্যবহারিক বাংলা অভিধান, উচ্চারণ অভিধান ও ছাত্রদের নিত্যব্যবহার্য সংক্ষিপ্ত ব্যবহারিক বাংলা অভিধান প্রণয়ন আবশ্যক।

(২৬) বাংলা পরিভাষাকে সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য একটি সমন্বিত কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করতে হবে।

(২৭) সকল পর্যায়ের সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে অফিস-আদালতে শিল্পে, বাণিজ্যে বাংলা ব্যবহারের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ত্রুটি সংশোধনের সহায়তার জন্য বাংলাদেশের সকল প্রকার প্রশাসন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে বিশেষ ব্যবহারিক বাংলা কোর্সের প্রবর্তন করতে হবে।

(২৮) বাংলাদেশে সকল প্রকার প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণদানের মাধ্যম হিসেবে বাংলা ব্যবহার বাধ্যতামূলক করতে হবে।

(২৯) সংস্থাপন বিভাগের বাংলা ভাষা বাস্তবায়ন সেলের গঠন সম্পূর্ণ করা প্রয়োজন এবং প্রশাসনিক পরিভাষা প্রমিতকরণ ও ফরমসমূহের বাংলা অনুবাদের কাজ সম্পন্ন করার ব্যবস্থা জরুরী ভিত্তিতে গ্রহণ করা দরকার।

(৩০) সকল প্রকার চাকরির লিখিত, মৌখিক ও মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষা অবশ্যই বাংলা ভাষার মাধ্যমে পরিচালিত হতে হবে।

(৩১) বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গঠিত এবং বাংলাদেশ সরকারের অর্থানুকূল্যপ্রাপ্ত সকল প্রকার কমিটির রিপোর্ট অবশ্যই বাংলা ভাষায় প্রণয়ন ও প্রচার করতে হবে।

(৩২) প্রশাসন, অফিস-আদালত এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার দ্রুত ও সহজ ব্যবহারের লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মুদ্রাক্ষর ও সাঁটলিপি ...